দৈনিক বাংলা

48

তারিখ ... 31 JAN 1996
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ৩

# বিদ্যালয়ে অতিরিক্ত পাঠ্য বই

দেশের উচ্চ বিদ্যালয়সমূহের ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক যেসব বই পাঠ্য করা হয়েছে তার সাথে আরও কিছু বাড়তি বই বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ ছাত্রছাত্রীদের পড়ার জন্য নির্ধারিত করে দিয়ে থাকেন। এই বাড়তি বইগুলোর পাঠের ওপর কোন পরীক্ষা নেয়া হয় না। এমনকি এসব বই-এর জন্য বিদ্যালয়ে অতিরিক্ত কোন ক্লাসও নেয়া হয় না। শুধু ছাত্রছাত্রীদের ঘরে পড়ার জন্যই এই অতিরিক্ত বইগুলো পাঠ্য তালিকায় যুক্ত করে দেয়া হচ্ছে। এমনিতেই বিদ্যালয়ে পাঠ্য বই-এর তালিকা দীর্ঘ। তার ওপরে এই অতিরিক্ত বই মিলিয়ে বই এর যে সংখ্যা দাঁড়ায় অনেক অভিভাবকের পক্ষেই তা কেনা সম্ভব হয় না। ফলে, গরীব পরিবারের অনেক ছাত্রছাত্রীরই বিদ্যালয়ে যাওয়া বন্ধ হতে চলেছে। তাছাড়া, অল্প বয়স্ক ছাত্রছাত্রীদের এত বই পড়ার প্রবৃত্তি বা মানসিক ক্ষমতারও একটা প্রশ্ন রয়েছে। আমি এখানে বিশেষ করে ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের কথাই বলছি।

ষষ্ঠ শ্রেণীতে পাঠ্য বই ৭/৮টি। অতিরিক্ত বই নিয়ে বই-এর সংখ্যা হয় প্রায় ১৫/১৬টি। আর ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের বয়স সাধারণত ১১/১২ বছরের বেশী হয় না। কিন্তু এই অল্প বয়সী ছাত্র-ছাত্রীদের পক্ষে এত বই পড়া কতটুকু সম্ভব, স্কুল কর্তৃপক্ষ এবং শিক্ষকগণের এটা ভেবে দেখা উচিত বলে আমি মনে করি। তাছাড়া বই কেনার ব্যাপারে গোদের উপর বিষ-ফোঁড়ার মতো। আছে পাঠ্য বই-এর সাথে নোট বই কেনা, নোট বই মিলিয়ে ষষ্ঠ শ্রেণীর বই-এর সংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় ২০টির মতো। মাত্র ষষ্ঠ শ্রেণীর ছেলেমেয়েদের জন্য এত বই কিনে দেয়া এ দরিদ্র দেশের কতজন অভিভাবকের আছে? তা হলে দেশে শিক্ষা বিস্তারে সরকারের যে এত আগ্রহ ও প্রচেষ্টা তার ওপরে এর বিরূপ প্রতিক্রিয়াই দেখা দেবে না? বিষয়টা সরকার এবং শিক্ষা কর্তৃপক্ষ বিশেষভাবে ভেবে দেখতে অনুরোধ জানাই।

আবদুর রহমান
মতিঝিল, ঢাকা।